তারিখ 17 JUL 1987
পৃষ্ঠা ৪ কলাম

৩২শে ~~শ্রাবণ~~ আষাঢ় ১৩৯৪ বাং

দৈনিক ইত্তেফাক

085

সিরাজী জীবনপঞ্জী

হোসেন মাহ্‌মুদ

পিতা
: শাহ সৈয়দ আবদুল করিম

মাতা
: নূরজাহান খানম

জন্মস্থান
: সিরাজগঞ্জ

জন্ম
: ১৩ই জুলাই, ১৮৮০ (মতান্তরে ৫ই আগষ্ট, ১৮৭৯)

শিক্ষা
: ১৮৮৫ সালে সাহেব উদ্দিন পণ্ডিতের কাছে বিদ্যাশিক্ষা শুরু। ১৮৮৮ সালে জ্ঞানদায়িনী / মধ্য ইংরেজী স্কুলে (সিরাজগঞ্জ) ভর্তি। মাইনর পাস করার পর বিএল স্কুলে উচ্চ শ্রেণীতে পড়াশোনা।

প্রথম গৃহত্যাগ
: ১৮৯৫ সালে জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে গোপনে গৃহত্যাগ। পরে কলকাতা হতে কমবয়সের কারণে বিফলমনোরথ হয়ে প্রত্যাবর্তন।

সাহিত্য প্রতিভার :

উন্মেষ

স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার সময় কবিতা রচনা। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় ইংরেজী কবিতার প্রশংসিত অনুবাদ।

প্রথম জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ
: ১৮৯৯ সালে সিরাজগঞ্জে সমাজ সংস্কারক ও নেতা মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র জনসভায় জাতীয় উদ্দীপনামূলক কবিতা 'অনল প্রবাহ পাঠ' মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ও সমবেত জনমণ্ডলীর অকৃত্রিম প্রশংসা ও উৎসাহ লাভ।

ঘুরেছেন, সভা-সমিতি করেছেন। কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, পাবনা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ঢাকা, বগুড়া, রাজশাহী প্রভৃতি জেলায় বহু স্মরণীয় সভা-সমাবেশে অনলবর্ষী বক্তৃতা দিয়েছেন। এসবেরও সঠিক তারিখ খুঁজে বের করা আজ দুঃসাধ্য ব্যাপার।

শেষবার কারাবরণ
: ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও কারাবরণ।

মৃত্যু
: ১৭ই জুলাই, ১৯৩১।

প্রতিভা পরিচয়
: সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর প্রতিভা বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিতে বিকাশ লাভ করেছিল। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক (কবি-ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক), সৈনিক, বাগ্মী, রাজনৈতিক, ধর্মীয় নেতা, সমাজ সংস্কার পুরুষ।

সাহিত্য কর্ম উপন্যাস
: ১· সিরাজীর প্রথম কিন্তু অসমাপ্ত উপন্যাস 'বঙ্গ ও বিহার বিজয়' প্রকাশিত হয় 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকা, ১৮৯৯ সালে। বাংলা ১৩০৬ সাল। তিনটি মাত্র অধ্যায় লেখার পর তিনি যে কোন কারণেই হোক এটি আর লেখেননি। ১৯৬৯ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রকাশিত সিরাজী রচনাবলীতে, সংকলিত।

২· প্রথম, পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রায়নন্দিনী, প্রকাশকাল: ১৯১৬

৩· ফিরোজা বেগম: ১৯১৬

৪· তারাবাঈ: ১৯১৬

৫· নূরুদ্দীন: ১৯১৮

৬· জাহানারা: একটি মাত্র পরিচ্ছেদ লেখা হয়েছিল। সিরাজী রচনাবলী (উপন্যাস খণ্ড) সংকলিত।

কাব্য

ক· প্রকাশিত
: ১· অনল প্রবাহ। প্রথম জাতীয়

৯-এর পাতায় দেখুন

প্রথম কাব্যগ্রন্থ
: মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র উৎসাহ, প্রেরণা ও অর্থ সাহায্যে ১৯০০ সালে 'অনল প্রবাহ' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।

প্রথম কারাবরণ
: ১৯০৯ সালে 'অনল প্রবাহের' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ ও ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্তকরণ। কাব্যে স্বাধীনতার বাণী প্রচারের দায়ে ১৯১০ সালে ২ বছরের জন্য কারাদণ্ড। ১৯১২ সালের ১৪ই মে কারামুক্তি।

তুরস্ক গমন
: কারাগার থেকে মুক্তি পাবার পর ১৯১২ সালের ২রা ডিসেম্বর বলকান যুদ্ধে বিপর্যস্ত তুর্কী খেলাফতের সাহায্যার্থে ডাঃ মোখতার আহমদ আনসারীর নেতৃত্বে অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল মিশনের অন্যতম সদস্য হিসেবে তুরস্ক যাত্রা। বলকান যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ। তুরস্কের সুলতান কর্তৃক 'গাজী-এ-বলকান' খেতাবে ভূষিত। মূল্যবান খেলাত উপঢৌকন লাভ। সিরিয়া ভ্রমণ।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন
: ১৫ই জুলাই, ১৯১৩।

পত্রিকা প্রকাশ
: ১৯১৯ সালে সচিত্র মাসিক 'নূর' পত্রিকা প্রকাশ। পত্রিকাটি ক্ষণস্থায়ী হয়।

১৯২৩ সালে 'নবপর্যায় ছোলতান' পত্রিকার যুগ্ম পরিচালনার দায়িত্ব পালন।

সাপ্তাহিক 'হাবলুল মতীন' পত্রিকার সহসম্পাদকের দায়িত্ব পালন।

রাজনীতি
: ১৯০৫ সালে সূচিত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৯২১ সালে খেলাফত ও অহিংস আন্দোলনে যোগদান।

১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম মহাসভায় অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন। উল্লেখ করা প্রয়োজন সিরাজীর মোটামুটি দীর্ঘকালীন জীবন পরিসরে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বা কর্মকাণ্ডের সংখ্যা অপরিমেয়। কিন্তু নানা কারণে তাঁর জীবনপঞ্জী তৈরীর জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্য আজ দুর্লভ।

স্মরণযোগ্য যে, তুরস্ক থেকে ফিরে আসার পর তিনি সমগ্র বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে

জীবনপঞ্জী

এর পাতার পর

জাগরণমূলক কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশকাল বাংলা ১৩০৭, ইংরেজী ১৯০০ সাল। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯০৯। এর পরে বাজেয়াপ্ত। ১৯১০ থেকে ১৯৫১ সাল। ১৯৫৩ সালে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ। ১৯৮০ সালে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত। প্রকাশক ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ। এখন দুষ্প্রাপ্য।

২· উদ্বোধন: ১৯০৭, বাংলা ১৩১৪ সালে প্রকাশিত।

৩· উচ্ছ্বাস: ঐ

৪· নব উদ্দীপনা: ঐ

প্রকাশিত উল্লেখ্য কাব্যটি ১৯১০ সালে রচনা শেষ হয়।

খ· অপ্রকাশিত

১· সুধাঞ্জলি ২· গৌরব কাহিনী ৩· কুসুমাঞ্জলি ৪· আবে হায়াৎ ৫· কাব্য কুসুমোদ্যান ৬· পুষ্পাঞ্জলি

প্রবন্ধগ্রন্থ
: ১· স্ত্রী শিক্ষা: ১৯০৪

ক· প্রকাশিত

২· স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা: ১৯১৩।

৩· আদব কায়দা শিক্ষা: ১৯১৪

৪· সুচিন্তা: ১৯১৬

৫· তুর্কী নারী জীবন: ১৯১৩।

৬· স্বজাতি প্রেম: ?

খ· অপ্রকাশিত

১· সুচিন্তা ২· কারাকাহিনী ৩· মুক্তির বাণী ৪· বিবিধ প্রবন্ধ।

ভ্রমণ কাহিনী

তুরস্কের ডায়েরী, ৩· সিরিয়া ভ্রমণ, ৪· নব্য তুর্কী।

অগ্রন্থিত প্রবন্ধ

প্রায় দু'তিনশো উল্লেখ্য, সিরাজীর এ প্রবন্ধগুলো সমকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্রিকাসূচী

সিরাজী তাঁর জীবনকালে যেসব দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন তার মধ্যে কিছু পত্র-পত্রিকার নামোল্লেখ করা হলো: ১· প্রবাসী, ২· নব্যভারত, ৩· প্রচারক, ৪· সুপ্রভাত, ৫· ইসলাম প্রচারক, ৬· কোহিনূর, ৭· বাসনা, ৮· ইসলাম প্রভা, ৯· নূর, ১০· মাসিক ছোলতান, ১১· সাপ্তাহিক ছোলতান, ১২· সওগাত, ১৩· সাধনা, ১৪· ভারত মিহির, ১৫· সন্ধ্যা, ১৬· মানশী ও মর্মবাণী, ১৭· সম্মিলনী, ১৮· সোনার বাংলা, ১৯· দৈনিক তরুণী, ২০· নায়ক, ২১· নবশক্তি, ২২· আত্মশক্তি, ২৩· বান্ধব, ২৪ ভারত মহিলা. ২৫ নবযুগ, ২৬· নবনূর, ২৭· পথিক, ২৮· জাগরণ (ঢাকা), ২৯· মোসলেম জগৎ, ৩০· সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, ৩১· দেশের কথা প্রভৃতি।